ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়া
রিয়াদ, সৌদিআরব
২০০৯—১৪৩০

মুমিনগণ যেসব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল

[বাংলা - Bengali]

মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান

সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব

মুমিনগণ যেসব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল

আল্লাহ তাআলা মুসলমানের জন্য এমন কিছু গুণাবলি নির্ধারণ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের সহজেই পৃথক করা যায়। এসব গুণ অর্জনের মধ্য দিয়ে মুসলমান তার মুমিনত্বের বিকাশ ঘটান। অর্জন করেন আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা। এমনই কয়েকটি গুণের কথা আমি এখানে আলোচনার প্রয়াস পাব।

(১) মুসলমান আকিদায় দৃঢ়

মুসলিম আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে ধর্ম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্, তদীয় ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখেরাত ও ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখে। ঈমানের ভিত্তির ওপর একজন মুসলমান জীবন চালাবে– যা তাকে আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও লেনদেনে দিক-নির্দেশনা দেবে। এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে তার জীবন। নির্ধারিত হবে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার কাজকর্ম চলবে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর- যাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা চিন্তা-পেরেশানি থাকবে না। ইসলাম এ বিষয়টির ওপরই জোর দিয়েছে কেননা এ জীবনে মানুষের চলার সূচনা কি হবে সেটা একমাত্র ইসলামই নির্ধারিত করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ (محمد:١٩)

'সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া (সত্য) কোনো মা'বুদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্যে।' (মুহাম্মদ : ১৯)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ (البقرة : ٢٨٥)

'রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সব বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তার পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি, আমরা তোমার ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (বাকারা : ২৮৫)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ (النحل : ٣٦)

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে।' (নহল : ৩৬)

(২) মুসলমান ইবাদতে দৃঢ়

আল্লাহ্র ইবাদত করাই হল মুসলমানের জীবন। তাদের কাজকর্ম চলবে শৃঙ্খলা, নিয়মনীতি ও ভারসাম্যের ওপর। সে এ ধরনের ইবাদতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যাতে জীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি'। (জারিয়াত : ৫৬)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ (الأنعام : ١٦٢-١٦٣)

'হে নবী আপনি বলুন : আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।' (আনআম : ১৬২- ১৬৩)

তার ওপর ভিত্তি করে মুসলমান একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينة : ٥)

'তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে।' (বাইয়িনাহ : ০৫)

আর তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণও থাকতে হবে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম : ৩২৪৩)

(৩) মুমিন উত্তম চরিত্রের অধিকারী

একজন মুসলমানের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উত্তম আখলাক ও সুন্দর ব্যবহার। আর এ ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণ করবে প্রথম আদর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর- যার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামিন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورة القلم : ٤)

'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।' (কলম : ০৪)

আয়েশা সিদ্দিকা রা.কে তার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

كان خلقه القرآن.

'কুরআনই ছিল তার চরিত্র।' (মুসনাদে আহমদ : ২৩৪৬০)

তিনি সর্বদাই উম্মতকে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করার আদেশ দিতেন। তিনি বলেন-

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً.

'সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ওই ব্যক্তি যে সবচেয়ে চরিত্রবান।' (তিরমিজি : ১০৮২)

জনৈক ব্যক্তি তার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি ইরশাদ করেন-

اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.

'তুমি যেখানে থাক আল্লাহ্‌কে ভয় কর। গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি নেক আমল করে তা মিটিয়ে দাও। আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।' (তিরমিজি : ১৯১০)

ইসলাম ইবাদতের সঙ্গে আখলাক মিলিয়ে দিয়েছে। একজন প্রকৃত আবেদ ইবাদতের মাধ্যমে তার চরিত্র সংশোধন করে নিবে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمنُْكَرِ (العنكبوت : ٤٥)

'নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশালীন কাজ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে।' (আনকাবুত : ৪৫)

সিয়াম সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إذاكان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أوشاتمه فليقل إني صائم.

'তোমরা সিয়াম পালনের দিনগুলোতে অশালীন কাজ ও শোরগোল করনা। যদি কেউ গালি দেয় অথবা ঝগড়া কওে, তাহলে বলবে- আমি রোজাদার।' (বুখারি : ১৭৮১)

পবিত্র কুরআনে হজের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ. (البقرة: ١٩٧)

'তবে সে হজের মধ্যে সহবাস, দুস্কার্য ও কলহ করতে পারবে না।' (বাকারা : ১৯৭)

'এমনিভাবে উত্তম আখলাকের গুরুত্ব সম্পর্কে শরিয়তের অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। একজন প্রকৃত মুমিন উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলির অধিকারী হবে এটি স্বাভাবিক। উত্তম গুণসমূহ : যেমন- সততা, বদান্যতা, বিনম্রতা, খারাপ বস্তু থেকে দৃষ্টি সংরক্ষণ, অশালীন কাজ থেকে দূরে থাকা এবং ধৈর্য, লজ্জা প্রভৃতি।'

(৪) ইলম ও প্রজ্ঞার ওপর জীবন অতিবাহিত করা

মুমিন ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেমন ব্যবহার আশা করে সে অন্যদের কাছে। অন্যদের ভালোবাসে এবং তাদের কল্যাণ কামনা করে। তাদের জন্যে দুআ করে এবং আহ্বান করে এমন কাজের প্রতি যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনে।

মুসলিম এমন স্বার্থপর হবে না যে, শুধু নিজের কল্যাণ কামনা করে অন্যের নেয়ামত জুগিয়ে যাওয়ার আশা করবে। কখনও সে অন্যের অমঙ্গল চাইতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দাওয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই একজন প্রকৃত মুসলিম মানুষকে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা দেবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ. (آل عمران : ١١٠)

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্যে বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে। এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। আর আল্লাহ্র ওপর ঈমান রাখবে।' (আলে ইমরান : ১১০)

আল্লাহ্ তাআলা সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ইরশাদ করেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ. (فصلت : ٣٣)

'ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে, আর বলে আমি মুসলমানদের একজন।' (ফুসসিলাত : ৩৩)

বিশেষত্বের ফলাফল

(১) আত্মিক প্রশান্তি

দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি মানুষ সুখ-দুঃখের সম্মুখীন হয়। মুসলিমও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সে সর্বাবস্থায় মানসিক শান্তিতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد : ٢٨)

'যারা মুমিন এবং যাদের অন্তর আল্লাহ্র জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। কেননা আল্লাহ্র জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে।' (রা'দ : ২৮)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন—

أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

(الزمر : ٢٢)

'যে ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সে রবের পক্ষ থেকে নূরের ওপর রয়েছে। (সে কি তার সমান , যে এরূপ নয়?) অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।' (যুমার : ২২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ (الفتح : ٤)

'তিনি এমন সত্তা যিনি মুমিনগণের অন্তরে বিশেষ শান্তি দিয়েছেন। যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বেড়ে যায়।' (ফাতহ : ০৪)

(২) আল্লাহ্র দাসত্বের বাস্তবায়ন

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .(الذاريات : ٥٦)

'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।' (যারিয়াত : ৫৬)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ.

(سورة الأنعام : ١٦٢-١٦٣)

'আপনি বলুন : আমার সালাত, কুরবানি, জীবন, মরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যে। তার কোনো শরিক নেই। আমি এ মর্মেই আদিষ্ট হয়েছি আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'

(৩) স্থিতিশীলতা অর্জন হয়

আল্লাহ্র পথে চলার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও স্থিরতা অর্জিত হয়। এরই মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। আর বিপরীত পথে ক্ষতির শিকার হতে হয়। লেগে থাকে নানা অশান্তি ও পেরেশানি।

(৪) সম্মান, সাহায্য ও জমিনে প্রতিষ্ঠা লাভ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . (سورة محمد : ٧)

যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখবেন। (মুহাম্মদ : ০৭)

(৫) চূড়ান্ত লক্ষ্যের বাস্তবায়ন

তা হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا .(الكهف : ١٠٧)

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদের জন্য মেহমানদারি রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (কাহাফ : ১০৭)

অতএব আসুন আমরা সবাই মুমিনের অবিচ্ছেদ্য এসব গুণাবলি অর্জনে তৎপর হই। অর্জন করি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি। দুনিয়াতে থাকি শান্তি ও স্বস্তিতে আর আখেরাতে আমাদের স্থান হোক চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সমাপ্ত

المملكة العربية السعودية – الرياض
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالربوة
٢٠٠٩م – ١٤٣٠هـ

« باللغة البنغالية »

محمد أختر الزمان

مراجعة: علي حسن طيب